দৈনিক সংবাদ

254

তারিখ AUG. 09 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এত বাধা কেন?

প্রায় ৮ মাস পর গত ৩১/৭/৯৯ তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাস পরীক্ষা '৯৮-এর ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। প্রকাশিত উক্ত ফলাফলে ত্রুটি বিচ্যুতি এবং

বিলম্বে ফল প্রকাশ নিয়ে মুখর আমাদের জাতীয় সংবাদপত্রগুলো। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক কারো কাছেই ফল প্রকাশে এ ধরনের বিলম্ব কোন অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না। এর জন্য যথোচিত সমালোচনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবশ্যই প্রাপ্য। ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলেই তা হতো যথার্থই শোভন ও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রকার খুঁত পেলেই হল- এক হাত না পারলে বারো হাত নেয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে মহল বিশেষে। বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন থেকে একাধিক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্ত ও অধিভুক্ত কলেজ শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করলো তখন থেকে এবং সর্বোপরি দেশের নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেককে পিছনে ফেলে রেজিস্ট্রেশন ও ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কম্পিউটারায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করলো, সেদিন থেকে একটা মহল যেনো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বেজায় খাপ্পা! এরা বোধহয় তাদেরই সমগোত্রীয় যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্নে এর অগ্রগতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে এক সময় 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে বিদ্রুপ করতে পছন্দ করতো! জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভুল করলে তার তীব্র থেকে তীব্রতম সমালোচনা করা যাবে না- বিষয়টা অবশ্যই তেমন নয়। ব্যাপারটা যেন অনেকটা এরকম ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চলবে শিক্ষা বোর্ডগুলোর মতো, রেজিস্ট্রেশন আর অনুমোদন/অধিভুক্তি দেবে এবং পরীক্ষা নেবে; এর বেশি নয়! পাঠদান, উচ্চতর গবেষণা, বিদেশী খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথা শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি বিনিময়- এসব 'সেদিনের বিশ্ব-বিদ্যালয়', জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এত নিন্দামন্দ কেন? বিলম্বে ফল প্রকাশের ত্রুটি কি শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েই হচ্ছে? নাকি সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই কমবেশি ঐ ধরনের ঘটনা ঘটছে?

অনেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করার প্রয়াস পান। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি সেশন জট, বিলম্বে ফল প্রকাশ ও ফল প্রকাশ জনিত ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? একথা সত্য যে, ঐসব ত্রুটি দূর করার লক্ষ্যে এবং নিয়মিত ফল প্রকাশের জন্য ও কলেজগুলোতে অধিকতর উন্নতমানের শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য এবং বিশেষ করে কলেজ শিক্ষকদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সেই দিক বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরার আবশ্যকতা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করা কতটা সঙ্গত?

তাই অধিভুক্ত কলেজগুলোর শিক্ষকেরা যখন দেখেন যে, সমালোচনা গঠনমূলক না হয়ে ধ্বংসাত্মক মোড় নিচ্ছে তখন তারা নিজেদের দীর্ঘদিনের দাবির ভিত্তিতে স্থাপিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সপক্ষে অবস্থান না নিয়ে পারেন না বৈকি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খুব কম জনবল নিয়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতাকে সম্বল করে সামনের দিকে অগ্রসর হবার যে প্রয়াস নিচ্ছে, তা স্পষ্টতই দৃশ্যমান। তাতে কারো কারো খারাপ লাগে বৈকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পর্ধা দেখে- তারা যখন এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে পাঠদানকারী তো বটেই, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি দানের পদক্ষেপ নিয়েছে সর্বোপরি শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে নিয়মিত; যদিও সারা জীবনের তরেও আগে নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত থাকা অবস্থায় এর ছিটেফোঁটাও অন্তত কলেজ শিক্ষকদের বরাতে জোটেনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পর্ধা দেখে অনেকেই বাঁচে না যখন দেখে যে, বাংলাদেশের অনেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়েই যেখানে কম্পিউটারায়ন প্রক্রিয়ায় রেজিস্ট্রেশন ও ফল প্রকাশের সাহস পায় না, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেখানেও যে দুঃসাহসী!

কলেজ শিক্ষকদের কাছে একথা আর অজানা নয় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার সাথে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামিদামি শিক্ষকবৃন্দ বেশ ভালভাবেই জড়িত আছেন। যথাসময়ে খাতা মূল্যায়ন করে ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা, উপরন্তু খাতার, আলমারি অথবা বাক্সবন্দি করে নির্ধারিত সময়ের জন্য তাদের কেউ কেউ যেভাবে বিদেশে পাড়ি জমান, যার ফলে স্বয়ং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহোদয়কে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের দ্বারে দ্বারে ধরনা দিয়েও খাতা সংগ্রহে ব্যর্থ হতে হয়! মূলত এদেরই কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে জটিলতা ও বিলম্ব হচ্ছে।

অনেকের হয়তো জানা নেই যে, পরীক্ষা সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির অজুহাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নির্দয় থেকে নির্দয়তম সমালোচনা হলেও বাস্তবতা এই যে, এসব পরীক্ষার সবটাই কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের নয়, এ পরীক্ষাগুলো হয়তো ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম অথবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েরই নেয়ার কথা ছিলো। আর এসব বাড়তি ঝামেলা কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বেচ্ছায় নেয়নি, তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

সবশেষে তাই বলতে চাই, দেশের নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হাতে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলার শিকার হয়ে, বঞ্চিত থাকার পর অধিভুক্ত কলেজসমূহ ও সেখানে পাঠদানকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ আজ যখন দেশ জোড়া ক্যাম্পাসভিত্তিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নয়ন প্রয়াসে নিবেদিত হয়ে এর অংশীদারিত্বের মর্যাদা স্থান নিতে চলেছে তখন নানা ছুতোয় এর উপর আঘাত আসছে। ভুল-ত্রুটির সমালোচনা হোক, চুলচেরা বিশ্লেষণ হোক ভালো কথা, তাতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা ও উত্তরোত্তর উন্নয়নে বদ্ধপরিকর নবগঠিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত হানা- তাহলে বলতেই হবে, সে আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হবে মরণপণ, প্রতিরোধ হবে প্রচণ্ড। কেউ যেন ভিন্নরূপ মনে না করেন! বুঝহ সুজন, যে জান সন্ধান!

অধ্যাপক ইসতারুল হক মোল্লা
সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
সাভার, ঢাকা।